بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৫শে জুলাই, ২০২৫ যুক্তরাজ্যের হাদীকাতুল মাহদীর জলসা প্রাঙ্গণে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় যুক্তরাজ্যের ৫৯তম বার্ষিক জলসার প্রেক্ষাপটে দায়িত্বরত কর্মী এবং জলসায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য কতিপয় মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, ইনশাআল্লাহ্ আজ অপরাহ্ণ থেকে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা শুরু হতে যাচ্ছে। যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এ জলসা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে; কেননা এতে জামা'তের সদস্যদের জ্ঞানগত, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা সকল অংশগ্রহণকারীদের এ থেকে পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার তৌফিক দিন। এখন আমি জলসায় সেবারত কর্মী এবং অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলব।

কর্মীদের সম্বোধন করে হুযূর (আই.) বলেন, ইসলামে অতিথিদের আতিথেয়তার প্রতি অনেক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, **তোমরা অতিথিদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করো।** সাহাবীগণের ওপর তাঁর (সা.) উপদেশের প্রভাব এত গভীরভাবে পড়ত যে, তাঁরা (রা.) নিজেরা অভুক্ত থেকে, নিজেরা কষ্ট স্বীকার করে অতিথিদের আতিথেয়তা করতেন। এক সাহাবীর ঘরে অতিথি আসলে তিনি যখন জানতে পারেন যে, ঘরে শুধু সন্তানদের জন্য সামান্য খাবার আছে তখন প্রথমে সন্তানদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুম পাড়িয়ে দেন; এরপর অতিথিকে সাথে নিয়ে খাবার খেতে বসেন। শুধু তাই নয় খাবার খাওয়ার সময় কৌশলে আলো নিভিয়ে তিনি নিজের খাবারও অতিথির পাত্রে ঢেলে দেন এবং খাবার খাওয়ার ভান করতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা তার এ আচরণে এতটা সন্তুষ্ট হন যে, মহানবী (সা.)-কেও এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত করেন। তিনি (সা.) তাকে বলেন, **তুমি আতিথেয়তার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছ তাতে আল্লাহ্ অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।** সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথি যারা জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আসছেন তাদের সার্বিক সেবা ও আতিথেয়তা করা প্রত্যেক কর্মীর জন্য আবশ্যক, তা তিনি যে বিভাগেরই হোন না কেন।

এ দিনগুলোতে সকল স্তরের কর্মীদের পরিশ্রম, ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে কাজ করা উচিত। অতিথিদের পক্ষ থেকে কোনো কঠোর কথা শুনলেও উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা উপেক্ষা করুন। প্রত্যেক বিভাগের অফিসার ও সহযোগীরা হাসিমুখে নিজেদের কাজ করুন। অতিথিদের সাথে উত্তম আচরণ কীভাবে করতে হবে তার দৃষ্টান্ত আপনারা এক সাহাবীর ঘটনা থেকে শুনলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কীভাবে অতিথিদের সেবাযত্ন করেছেন এরও বহু ঘটনা রয়েছে। হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) বলেন, একবার আমি লাহোর থেকে কাদিয়ানে এসেছিলাম। হযরত সাহেব আমাকে মসজিদে মোবারকে বসিয়ে বলেন, আপনি এখানে বসুন, আমি আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসছি। আমি মনে করেছিলাম যে, তিনি কোনো সেবককে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আমি দেখি যে, তিনি নিজ হাতে আমার জন্য খাবার নিয়ে আসেন। তখন অবলীলায় আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে কেননা, মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের নেতা ও পথপ্রদর্শক হয়েও আমাদের এরূপ সেবা করছেন তাহলে আমাদের তার সেবক হয়ে কীরূপ সেবার মান প্রদর্শন করা উচিত!

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, **আমার সর্বদা এ দুশ্চিন্তা থাকে যে, অতিথির যেন কোনো কষ্ট না হয়। এ কারণে আমি সর্বদা তাগিদ দিতে থাকি যে, যতটুকু সম্ভব অতিথিদের**

সেবাযত্ন করা উচিত। অতিথিদের হৃদয় সংবেদনশীল কাচের ন্যায় হয়ে থাকে যা সামান্য আঘাতেই ভেঙে যায়। হুযূর বলেন, এখানে বিভিন্ন জাতির লোকেরা এসে থাকে যারা বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাই কেউ যেন কষ্ট না পায় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। এখানে এটিও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, লঙ্গরখানার অতিথিদের বিষয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশ হলো, **জলসার সময় এক ধরনের খাবার রান্না করা হবে যা সবাইকে খেতে দেয়া হবে। কেননা এখানে অধিক পরিমাণে লোকজন এসে থাকে, তাই বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা করা কষ্টকর।**
সুতরাং এটি হলো সেই উপদেশ যা তিনি (আ.) আমাদেরকে প্রদান করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার মিয়া নাজমুদ্দীন সাহেবকে বলেন, **দেখো! অনেক অতিথি এসেছে। তোমরা তাদের কাউকে চেনো, কাউকে চেনো না। তাই সবাইকে সম্মানের চোখে দেখো এবং আতিথেয়তা করো।** এটি দেখা উচিত নয় যে, সে কোথা থেকে এসেছে কিংবা কে ধনী আর কে দরিদ্র। কেউ আমেরিকা থেকে এসেছে আর কেউ পাকিস্তান বা আফ্রিকা থেকে। অতিথিদের সবাইকে সম্মান করা জরুরী এবং তাদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক। একইসাথে তিনি (আ.) কর্মীদেরও বলেন, **আমার তোমাদের ব্যাপারে সু-ধারণা রয়েছে যে, তোমরা তাদের সেবাযত্ন করে থাকো।** অতএব প্রত্যেক কর্মীর তিনি যে বিভাগেই কাজ করুন না কেন অতিথিপরায়ণতার অধিকার আদায়ের পরিপূর্ণ চেষ্টা করা উচিত।

খাবার রান্না ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে আতিথেয়তার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। কেননা এটি আতিথেয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অতিথিদের সম্মানের সাথে পেট ভরে খাওয়ানোর চেষ্টা করুন। লঙ্গরখানায় যারা কাজ করে তাদের উন্নত মানের খাবার রান্নার চেষ্টা করা উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যেন খাবারে ঘাটতি না হয়। অনুরূপভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। মহানবী (সা.) বলেছেন, **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ;** তাই এর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত। একইসাথে শৃঙ্খলা বিভাগের কাজ হলো, লোকদেরকে জলসা গাহে বসিয়ে জলসা শ্রবণের ব্যবস্থা করা। অনেকে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে না, তাই কর্মীরা নারী-পুরুষদের কোমলতার সাথে বুঝান। যাহোক কর্মীরা এ দিনগুলোতে উন্নত চারিত্রিক আদর্শ প্রদর্শন করুন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্মীদের কাছে যে সু-ধারণা করেছেন তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করুন।

অতঃপর হুযূর (আই.) জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের সম্বোধন করে বলেন, যদিও অ-আহমদী কিছু অতিথি এসে থাকেন যাদের জন্য বিশেষ বিভাগ রয়েছে আর তারা পৃথকভাবে তাদের আতিথেয়তার বিষয়টি দেখে থাকে। কিন্তু আপনারা যারা এখানে জলসা শুনতে এসেছেন, অধিকাংশ অতিথি আহমদী। তাই এদিকে মনোযোগ দেবেন না যে, আপনাদের আতিথেয়তা ঠিকভাবে হয়েছে কি না কিংবা আপনাদের জন্য ব্যবস্থাপনা সঠিক হয়েছে কি না? আপনাদের এখানে আগমনের মূল লক্ষ্য হলো, আধ্যাত্মিকভাবে লাভবান হওয়া আর আপনাদের এ লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করা উচিত। এখানে সেবারত কর্মীরা আন্তরিকতার সাথে পরিপূর্ণ চেষ্টা করে থাকেন, কিন্তু অংশগ্রহণকারীদের দায়িত্ব হলো, কর্মীদের কোনো ভুল হয়ে গেলে তা উপেক্ষা করা। এখানকার অধিকাংশ কর্মী প্রশিক্ষিত নয়, বরং তারা বিভিন্ন পেশায় রয়েছেন এবং কতক অনেক উচ্চ পর্যায়ের লোকও আছেন যারা কেবল এ প্রেরণার সাথে সেবা করছেন যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সেবা করছি। সুতরাং তাদের আবেগকে দৃষ্টিপটে রেখে তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করুন এবং তাদের দুর্বলতাগুলোকে উপেক্ষা করুন।

প্রত্যেক অতিথির এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, এখানে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য কী? আর তা কেবল উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী ধারণ এবং খোদা তা'লাকে স্মরণের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। হুযূর (আই.) আরো বলেন, খাবার খাওয়ার পর দ্রুত মার্কি খালি করে দিন যেন অন্যরা পর্যায়ক্রমে খাবার খেতে পারে। অনুরূপভাবে কর্মীরা যারা খাবার দিচ্ছেন তারাও পরিমাণমতো দিন; খাবার নষ্ট হওয়া উচিত নয়। অংশগ্রহণকারীদের চেষ্টা করা উচিত যদি খাওয়ার মতো হয় অর্থাৎ, অধিকতর কাঁচা বা পোড়া না হয় তাহলে তা খেয়ে নিন। অনুরূপভাবে তরকারি নষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন। কেননা যে খাবার প্লেটে বেঁচে যায় তা ডাস্টবিনে ফেলার কারণে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের তা পরিষ্কারে অনেক কষ্ট হয়। খাবারে ঘাটতি হলেও বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। মহানবী (সা.) বলেছেন, **একজনের খাবার দু'জনের, দু'জনের খাবার তিনজনের আর তিনজনের খাবার চারজনের হওয়া উচিত।**

সর্বদা স্মরণ রাখুন! জলসায় আগমনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে উদ্দেশ্যে জলসার সূচনা করেছেন তা দৃষ্টিপটে রাখুন। জলসায় বসে শুধু কার বক্তৃতা ভালো আর কোন্‌টি মন্দ তা দেখবেন না, বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ শুনে এর ওপর আমল করার চেষ্টা করুন। কেবলমাত্র নারা উচ্চকিত করা বা বক্তৃতা পছন্দসই হচ্ছে কি না সেসব না ভেবে আমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কথাগুলোর ওপর আমল করি আর এ উদ্দেশ্যেই আমরা এখানে এসেছি। আমাদের যিকরে এলাহীতে জলসার দিনগুলো অতিবাহিত করা উচিত। জলসা শ্রবণের সময়েও যিকরে এলাহী করতে থাকুন, অন্যান্য সময়ে এবং পারস্পরিক সাক্ষাতের সমগুলোতেও ধর্মের কথা আলোচনা করুন। যিকরে এলাহী মানুষের চিন্তাধারাকে পবিত্র করে এবং এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে পারে। এ দিনগুলোতে কর্মীরাও এবং আগমনকারী অতিথিরাও বিশেষভাবে যিকরে এলাহীর মাধ্যমে জিহ্বাকে সিক্ত রাখুন। তাহলেই সেই পরিবেশ সৃষ্টি হবে যে উদ্দেশ্যে এ জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত, আমাদের উদ্দেশ্য হলো, নিজেদের সংশোধন করা, চারিত্রিক মান উন্নত করা, ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করা, পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন করা, নিজেদের বন্ধু ও ভাইদের জন্য আত্মোৎসর্গতার প্রেরণা সৃষ্টি করা। এরপর হুযূর স্থানীয় প্রতিবেশীদের যেন কোনো ধরনের কষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরিশেষে তিনি দোয়া করেন, **আল্লাহ্ তা'লা করুন, আপনারা সবাই এ জলসা থেকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হোন এবং এথেকে কল্যাণমণ্ডিত হোন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সুরক্ষা করুন এবং আপনাদের বংশধরদের ওপর দয়া ও কৃপাবারী বর্ষণ করতে থাকুন।** এ বছরও অনেক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আছে। এগুলোও উপভোগ করুন এবং উপকৃত হোন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দিন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)